উপভাষা

ড. কুশল চ্যাটার্জী, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র ইভিনিং কলেজ, নৈহাটী

Dr. Kushal Chatterjee

- **সংজ্ঞা ঃ**

"উপভাষা হল একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাকধারাগত পার্থক্য আছে।"

- **বৈশিষ্ট্য ঃ**

১. উপভাষা হ'ল মূলত একটি মূল ভাষার আঞ্চলিক রূপ।

২. উপভাষার নিজস্ব উচ্চারণ- বৈশিষ্ট্য থাকে।

৩. একটি মূল ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষাগুলির মধ্যে নিজস্ব পার্থক্য বর্তমান থাকে।

-ইত্যাদি

- **ভাষার সাথে উপভাষার সম্পর্ক ঃ**

উপভাষার জন্ম একটি মূল ভাষার থেকে। এই ক্ষেত্রে বলাই যায়, উপভাষার সাথে মূল ভাষার সম্পর্ক অনেকটা সন্তান ও মায়ের মতো।

বাংলা ভাষার উপভাষা

- **বাংলা ভাষার উপভাষা ঃ**

বাংলা ভাষার ৫টি উপভাষা আছে-

১. রাঢ়ী

২. বঙ্গালী

৩. বরেন্দ্রী

৪. ঝাড়খণ্ডী

৫. কামরুপী বা রাজবংশী

Dr. Kushal Chatterjee

রাঢ়ী উপভাষা

- **প্রচলিত স্থান ঃ**

পূর্ব রাঢ়ী – কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া ইত্যাদি
পশ্চিম রাঢ়ী – হুগলী, বীরভূম, বর্ধমান ইত্যাদি
উত্তর রাঢ়ী – নদীয়া , মুর্শিদাবাদ
দক্ষিণ রাঢ়ী – দক্ষিণ হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণার কিয়দংশ

- **ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
১. আদিস্বরে ‘অ’ ধ্বনি ‘ও’ ধ্বনিতে রূপান্তরিত (অতি>ওতি)
২. নাসিক্যীভবনের প্রয়োগ (চন্দ্র>চাঁদ)
৩. স্বরসঙ্গতির ব্যবহার (মুজা>মুজো)
-ইত্যাদি

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
১. সাধারণত কর্ম কারকে ‘কে’ বা ‘দের’ বিভক্তির প্রয়োগ (কিশলয়কে বইটা দাও)
২. করণ কারকে ‘দ্বারা’-এর ব্যবহার (আমার দ্বারা এই অনৈতিক কাজটি করা সম্ভব নয়)
৩. অধিকরণ কারকের বিভক্তি সাধারণত ‘এ’ বা ‘তে’ (“কেন মেঘ আসে হৃদয়-আকাশে”)
-ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

বঙ্গালী উপভাষা

- **প্রচলিত স্থান ঃ**
  ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল –ইত্যাদি

- **ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

  ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
  ১. অপিনিহিতির ব্যবহার (আজি>আইজ)
  ২. নাসিক্যীধ্বনি রক্ষিত (চন্দ্র>চান্দ)
  ৩. ‘এ’ ধ্বনির ‘অ্যা’ ধ্বনিতে রূপান্তর (দেশ>দ্যাশ)

  –ইত্যাদি

  খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
  ১. বহুবচনে ‘গো’ বিভক্তির প্রয়োগ (আমাগো যাইতে দিল না)
  ২. সদ্য অতীত কালের বিভক্তি ‘লাম’ (বাত খাইলাম)
  ৩. অধিকরণ কারকের বিভক্তি সাধারণত ‘ত’ (ঘরত থাকুম)

  –ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

বরেন্দ্রী উপভাষা

- **প্রচলিত স্থান ঃ**
  উত্তরবঙ্গ, মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর –ইত্যাদি

- **ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

  ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

  ১. সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির শব্দের মধ্যে ও অন্তে অল্পপ্রাণতা (যেমন- সাঁজ)
  ২. শব্দের শুরুর 'আ' ধ্বনির স্থানে 'র' ধ্বনি ও 'র' ধ্বনির স্থানে 'আ' ধ্বনির ব্যবহার ('আমের রস'>'রামের অস')

  -ইত্যাদি

  খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

  ১. সদ্য অতীত কালের বিভক্তি 'লাম' (খেলাম)
  ২. অধিকরণ কারকের বিভক্তি সাধারণত 'ত' (বাড়িত)

  -ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

ঝাড়খণ্ডী উপভাষা

- **প্রচলিত স্থান ঃ**
  মানভূম, সিংভূম –ইত্যাদি

- **ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. অনুনাসিক স্বরধ্বনির বহুল ব্যবহার (উঁচা)
২. ‘ও’–কারের ‘অ’–কার প্রবণতা (সোদপুর>সদপুর)

–ইত্যাদি

খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

১. নামধাতুর বহুল ব্যবহার (“এবার শীতে জাড়াবে’ –নামধাতু ‘জাড়’”)
২. ‘বট’ ধাতুর ব্যবহার (তু ভুখা বটে)

–ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee

কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষা

- **প্রচলিত স্থান ঃ**
  জলপাইগুড়ি, রংপুর, কুচবিহার –ইত্যাদি

- **ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ**

  ক. ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
  ১. সঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির শব্দের মধ্যে ও অন্তে অল্পপ্রাণতা (যেমন– লোভ>লোব)
  ২. 'অ'–ধ্বনির 'উ'–ধ্বনি প্রবণতা (বোন>বুন)
  –ইত্যাদি

  খ. রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ
  ১. গৌণ কর্ম কারকে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার (হামাক জল দ্যাও)
  ২. অপাদান কারকের বিভক্তি 'থাকি' (বাড়ি থাকি)
  –ইত্যাদি

Dr. Kushal Chatterjee